চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

চুয়েটে "প্লাস্টিকের দূষণ প্রতিরোধে টেকসই সক্ষমতা তৈরি" শীর্ষক সচেতনতা তৈরি ও গবেষণা তথ্য বিনিময় বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক মেয়য়

প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে সচেতনতার পাশাপাশি গবেষণার প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, "প্লাস্টিক নিঃসন্দেহে আমাদের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। দূষণের পাশাপাশি মাটির উবরতা ও উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে। নদী-খালের নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। তবে দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার অস্বীকার করার সুযোগ নেই। প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কমাতে বিকল্প নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই আমাদের শিশুদের প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কাপড় ও পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। আজ সোমবার সকালে হোটেল পেনিনসুলার জিনিয়া হলে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর পুরকৌশল বিভাগের SCIP Plastics Project টিমের উদ্যোগে আয়োজিত "প্লাস্টিকের দ্বারা অপূরণীয় দূষণ কমাতে টেকসই সক্ষমতা তৈরি" (Sustainable Capacity Building to Reduce Irreversible Pollution by Plastics) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সচেতনতা তৈরি ও গবেষণা তথ্য বিনিময় বিষয়ক এক গোল টেবিল বৈঠকে একথা বলেন।

জার্মানির বাউহাউস ইউনিভার্সিটি ভায়মারের সহযোগিতায় এবং জার্মানির কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নেচার কনজারভেশন অ্যান্ড নিউক্লিয়ার সেইফটি বিভাগের অর্থায়নে SCIP Plastics Project গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও SCIP Plastics Project-এর সায়িন্টিফিক এক্সপার্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সবসময় গবেষণাকে উৎসাহিত করে আসছে। প্লাস্টিক, পলিথিন ও অটোমোবাইল বর্জ্য পরিবেশের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। আমরা প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়তো অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক নিয়েও ভাবতে হবে। পলিথিন ও প্লাস্টিক আমাদের সমুদ্র এলাকা ও জীববৈচিত্র ধ্বংস করার পাশাপাশি একটি শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমকে অকেজো করে দিচ্ছে। চট্টগ্রামের মতো শহরে এর প্রভাব অনেক বেশি।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, "যে কোনো গবেষণার জন্য ফান্ড খুবই গুরুত্বপূণ। প্লাস্টিক ও পলিথিন আমাদের পরিবেশের জন্য বিষফোঁড়া। চট্টগ্রাম যেহেতু দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী তাই এখানকার সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এই ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী উদ্যোগ। প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য পানির সঙ্গে মিশে এর গুণাগুণ নষ্টের সাথে-সাথে পানিতে থাকা জীববৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। নদী ও সাগরে প্লাস্টিক ও পলিথিনের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বর্তমান সময়ে সমুদ্রের সম্পদ নিয়ে যে বিস্তর গবেষণা চলছে, প্লাস্টিক বর্জ্য এর জন্য মারাত্বক হুমকির কারণ হতে পারে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার বিকল্প নেই।"

SCIP Plastics Project-এর সায়িন্টিফিক ডাইরেক্টর ও চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোছাঃ ফারজানা রহমান জুথীর সভাপতিত্বে উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রজেক্ট লিডার জার্মানির বাউহাউস ইউনিভার্সিটি ভাইমারের অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার এখার্ড ক্রাফট (Prof. Dr. Ing. Eckhard Kraft), চুয়েটের সাবেক উপাচার্য ও সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, চুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মইনুল ইসলাম, SCIP Plastics Project-এর সায়িন্টিফিক এক্সপার্ট ও পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আসিফুল হক, কুয়েটের SCIP Plastics Project-এর সায়িন্টিফিক ডাইরেক্টর অধ্যাপক ড. মো. রাফিজুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ওয়াসার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর প্রকৌশলী এ.কে.এম.ফজলুল্লাহ। গোল টেবিল বৈঠক পরিচালনা করেন SCIP Plastics Project-এর সায়িন্টিফিক এক্সপার্ট ও পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সুদীপ কুমার পাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন SCIP Plastics Project-এর গবেষণা সহযোগী জনাব ফারজানা খান ও গবেষণা সহকারী জনাব তৃষা দাশ।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়। পরে দেশের প্লাস্টিক বজ্যের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী'র জনসভার মাঠ পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় পরিণত করা হবে-মোশাররফ হোসেন

আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২২ শনিবার অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জনসভার জন্য নির্ধারিত পলোগ্রাউন্ড পরিদর্শনে গিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর জেলা ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। প্রবীন রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী, মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্রশাসক আলহাজ্ব খোরশেদ আলম সুজন, আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিক আদনান, বন ও পরিবেশ সম্পাদক মসিউর রহমান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ আব্দুচ ছালাম, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এম.এ সালাম, সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আনোয়ার বাহার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন শাহ, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুল কাদের সুজন, মহানগর যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন খোকা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, এ জনসভা থেকে আমাদের দলীয় প্রধান রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিজয় লাভের জন্য নেতাকর্মীদের করনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। দলীয় নেতাকর্মীদের মাধ্যমে হয়তো তিনি জনগণের কাছে আগামীর চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বার্তা পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অধিক সময় দিতে ও করোনা মহামারীসহ নানা কারণে তিনি দীর্ঘদিন খোলা মাঠের দলীয় জনসভায় যোগ দেননি। চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে তিনি দীর্ঘ প্রায় ১০বছর পর জনসমাবেশে ভাষন দেবেন। আমরা আমাদের প্রিয় নেত্রীর আগমনে খুবই উল্লসিত ও উদ্বেলিত। আমরা সেদিন স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসমাগম ঘটিয়ে আমাদের নেত্রীকে দেশবাসীকে দেখিয়ে দিতে চাই চট্টগ্রামের আওয়ামী ঐক্যবদ্ধ, আওয়ামী লীগ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আর চট্টগ্রামের মানুষ আওয়ামী লীগের সাথে রয়েছে, থাকবে। চট্টগ্রাম থেকেই আগামী নির্বাচনে নৌকার বিজয় মিছিলের আগাম পদধ্বণি আমরা স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি জামাত জোটকে শোনাতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে পরিচালিত অভিযান ও বিভিন্ন অপরাধে ১১ ব্যক্তিকে ৮৬ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগীর কাজেম আলী রোড ও খলিফাপট্টি রোড এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বিভিন্ন বাসা বাড়ির ছাদ বাগান ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেন। সে সময় এডিস মশার স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। পরিদর্শনকালে ৫টি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে এডিস মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রট মনীষা মহাজন পরিচালিত অপর অভিযানে নগরীর চকবাজার মোড়, তেলীপট্টী রোড ও বাদুরতলা এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে মোটর সাইকেল গ্যারেজ ও দোকান বসিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধে ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আদালত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ১ ব্যক্তিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩